

ব্রোকলি চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : ব্রোকলি

জাতের নাম : বারি ব্রোকলি-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গড়ে প্রতিটি বিক্রয়যোগ্য পুষ্পমঞ্জুরীর ওজন ৪৫০ গ্রাম, ব্যাস ১২.৫০ সে. মি. ও লম্বায় ১৩.৯৩ সে. মি.। প্রতি হেক্টরে গড় ফলন প্রায় ১২ টন। গাছ উর্ধ্বমুখী, পাতা সুস্পষ্ট খাঁজ বিশিষ্ট ও মখমল সবুজ বর্ণের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৫ - ৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ২গ্রাম -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য অক্টোবর

ফসল তোলার সময় :

রোপণের ৬০-৯০ দিন পর

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম বীজাকপিতে ৯১.৯ গ্রাম পানি, ১.৮ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ০.৬ গ্রাম খনিজ, ১.০ গ্রাম আঁশ, ৪.৬ গ্রাম শ্বেতসার রয়েছে। খনিজ লবনের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম ৩৯ মিগ্রা, ম্যাগনেসিয়াম ১০ মিগ্রা, ফসফরাস ৪৪ মিগ্রা, লৌহ ০.৮ মিগ্রা, সোডিয়াম ১৪.১ মিগ্রা, কপার ০.০৮ মিগ্রা ও সালফার ৬৭ মিগ্রা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

বর্ণনা : ব্রোকলির চারা বীজতলায় উৎপাদন করে জমিতে লাগানো হয়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

রোপণের প্রায় দু'মাসের মধ্যে গাছে ফুল দেখা দেয়। শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফল বা পড হালুদ অথবা বাদামী রঙ হলে বীজ সংগ্রহের জন্য ফসল কেটে নিতে হবে। পরিপক্ক ফলসহ গাছ সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে রাখতে হবে। ২-৩ দিন পর ফলসহ ডাঁটাগুলো উপর নিচ করে আরো ৩-৪ দিন গাদা করে রাখতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার আকার ১ মিটার পাশে ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিত। সমপরিমাণ বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরাঝুরা করে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজতলা পরিচর্যা : বীজতলায় চারা রোপণের আগে ৭/৮ দিন পূর্বে প্রতি বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পরে চারা ঠিকমত না বাড়লে প্রতি বীজতলায় প্রায় ১০০ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দেয়া ভাল।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : রোকলি

চাষপদ্ধতি :

গভীর ভাবে ৪-৫টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা চারা সাধারণত বিকেল বেলা জমিতে রোপণ করতে হয়। তবে সুস্থ ও সবল হলে চারা এক-দেড় মাস বয়সের চারা রোপণ করা যায়। রোপণের জন্য সারি থেকে সারি ২২ ইঞ্চি ও চারা থেকে চারা ১৮ ইঞ্চি দূরত্বে রোপণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে ১ ফুট চওড়া এবং ৬ ইঞ্চি গভীর নালা রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : রোকলি

মৃত্তিকা :

পানি জমে থাকেনা এমন উর্বর দৌয়াশ ও ঐটেল মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

প্রতি শতকে ১২৫ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ৮০০ গ্রাম, এমওপি ৬৫০ গ্রাম দিতে হবে। সম্পূর্ণ গোবর ও টি এ স পি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার ২ কিস্তিতে চারা রোপণের ২০ থেকে ২৫ দিন পর একবার এবং ৩০ -৪০ দিন পর আর একবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার দেওয়ার পরপর হালকা সেচ দিতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

সেচ ব্যবস্থাপনা :

১। উচ্চ ফলনের জন্য চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর ২-৩ টি সেচ দিতে হবে।

২। সেচ পরবর্তী জমিতে “জো” আসলে ব্রোকলির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটি চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমির আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : ব্রোকলির গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় টেনে দিন। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। খেয়াল রাখুন জমিতে যেন পানি বেশি সময় ধরে জমে না থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

সেচ ব্যবস্থাপনা :

১। উচ্চ ফলনের জন্য চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর ২-৩ টি সেচ দিতে হবে।

২। সেচ পরবর্তী জমিতে “জো” আসলে ব্রোকলির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটি চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমির আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : ব্রোকলির গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় টেনে দিন। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। খেয়াল রাখুন জমিতে যেন পানি বেশি সময় ধরে জমে না থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সহ্যে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাতি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : ব্রোকলি

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাতি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : ব্রোকলি

বাংলা মাসের নাম : মাঘ

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : ঘনকুয়াশা

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) ২০ গ্রাম ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫শতক জমিতে গাছে স্প্রে করুন।

দুর্যোগ পূর্ববর্তী : বাড়ন্ত ফসল তোলা।

প্রস্তুতি : আবহাওয়ার কারণে ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে তাই নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : ব্রোকলি

পোকার নাম : ব্রোকলির আর্মিওয়ার্ম

পোকা চেনার উপায় : এ পোকার ডিমগুলো গাদা করে ছাদের টাইলসের মত একটির উপর একটি সাজানো থাকে। কীড়া হালকা থেকে হলুদাভ সবুজ বর্ণের। শরীরের পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে সমান্তরাল তিনটি ডোরা দাগ থাকে। শরীরের উভয় পাশে দুটি লম্বালম্বি দাগ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

১. আগাম বীজ বপন করআ
২. সুষম সার ব্যবহার করা
৩. সঠিক দূরত্বে চারা রোপন করা
৪. চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে।

[সেঙ্গ ফেরোমন ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

পোকাকার নাম : কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : মথ মাঝারি আকারের, খুসর রঙের, কালছে ছোপ ছোপ ডোরাকাটা। পাখায় হালকা ঝালরের মতো সূক্ষ পশম থাকে। পিঠ বরার লম্বা লম্বি হালকা খুসর/ কালো চওড়া রেখা আছে। পুতুলি গাঢ় বাদাম, কাটার মতো অঙ্গ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : রাতের বেলা মাটি বরাবর চারার গোড়া কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : গোড়া

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মুখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মুখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গভীর চাষ দিয়ে পোকা পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন; চারা লাগানোর/বপনের পর প্রতিদিন সকালে জমি পরিদর্শন করুন; পাখি বসার জন্য জমিতে ডালপালা পুতে দিন।

অন্যান্য :

সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুঁড়ে পোকা বের করে মারুন। রাতে আক্রান্ত জমির মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রাখলে তার নিচে কীড়া এসে জমা হবে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

রোগের নাম : ইয়োলো ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : পাতা হলুদ হয়ে যায়। অধিক আক্রমণে গাছে ফল ধরে না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করুন; বাহক পোকা ধ্বংস করুন; ফসল সংগ্রহের পর অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখুন; ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত রাখুন; আক্রান্ত গাছ আপসারণ করুন; একই জমিতে বার বার কপি জাতীয় ফসল চাষ করবেন না; আগাম বীজ বপন করুন; সুষম সার ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস :

[কৃষকের জানালা ওয়েবসাইট](#), ৩০/১০/১৮

ফসল : রোকলি

রোগের নাম : ব্রোকোলির পাতার রিং দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতায় গোলাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো অনেকটা পরপর সাজানো বলয়ের মত হয়। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিমুক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

[বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

[বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন](#)

পূর্ব-প্রভুতি :

জমি পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখুন।

তথ্যের উৎস :

[কৃষকের জানালা ওয়েবসাইট](#), ৩০/১০/১৮

ফসল : রোকলি

ফসল তোলা : চারা রোপণের ৬০-৯০ দিন পর রোকলি সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : রোকলি

বীজ উৎপাদন :

রোপণের প্রায় দু'মাসের মধ্যে গাছে ফুল দেখা দেয়। শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফল বা পড হলুদ অথবা বাদামী রঙ হলে বীজ সংগ্রহের জন্য ফসল কেটে নিতে হবে। পরিপক্ক ফলসহ গাছ সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে রাখতে হবে। ২-৩ দিন পর ফলসহ ডাঁটাগুলো উপর নিচ করে আরো ৩-৪ দিন গাদা করে রাখতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে হালকাভাবে মাড়াই করে কুলা দিয়ে ঝেড়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। জোগাড় করা বীজ ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পলিথিন ব্যাগে সিল করে টিন বা প্লাস্টিকের পাত্রে ভরে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : রোকলি

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন \(বিএডিসি\) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন](#)

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : ব্রোকলি

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্সিটিভিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী।

২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়।

৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না।

৫। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়।

৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : ব্রোকলি

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

স্থানীয়ভাবে বাশের ঝুড়ি, চটের বস্তা, ঠেলাগাড়ি, এবং রিক্সা ভ্যানে পরিবহন করুন।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ছিদ্রযুক্ত চটের বস্তা, ঝুড়ি, প্লাস্টিক কনটেইনারের মাধ্যমে পিকআপ, ট্রাক, কার্ডাড ভ্যানে পরিবহন করুন।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে খুচরা/ পাইকারি বিক্রয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

প্রকিয়াজাত করে আড়ৎদারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কার্ডাড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট, ও বিদেশে বিপণন করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

